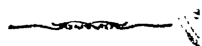
পাঁচ ফুল।



শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।

—**—

প্রথম সংস্করণ।

—**—

ওরিয়েণ্টেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।
১৮ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সন ১৩২৬ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

উৎসর্গ

—✻✻—

সোদরপ্রতিম

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এ,

কালি,

পাঁচ-ফুলে-ভরা সাজিটী আমার,

দিলাম তোমারে উপহার,

হয় মালা গেঁথে গলে নিও, নয়,

চরণেতে দিও দেবতার।

স্নেহ-বদ্ধ

নিত্যগোপাল

লেখকের নিবেদন।

প্রকৃতি দত্ত সুরের সাহায্যে কেবল শুনিয়া শুনিয়াই শিক্ষা হয় না। উত্তম গুরুর সাহায্যে সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ আজও পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। সুতরাং আমার রচিত গান গুলির রাগিণী ও তাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে অসমর্থ। যদি কোন গায়ক পাঠক ইহা পাঠ করিয়া তান লয়ে গাহিয়া আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মনে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে তখন সেই ভাবের এক একটী গান রচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতানুরাগীগণের নিকট অনাদৃত হইবার ভয়ে ও অন্যান্য অনেক কারণে গানগুলিকে ছাপাইতে পারি নাই। অনেক বন্ধুর অনুরোধে তাহা করিতে হইল। তবে সাজাইয়া দিলাম না। যেমন বার বার রচিত হইয়াছে তেমনি মুদ্রিত করিলাম।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালি কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এ, আমার এই পুস্তকের মুদ্রন-ব্যয় বহন করিয়াছেন। এজন্য আমি তাহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। ভাবই গানের প্রাণ। তাহাতে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা ভাবুকের বিবেচনাধীন।

কতকগুলি গান আমার দেশস্থ শ্রীকৃষ্ণযাত্রার দলে গীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল। সে গুলিতে "নিত্যানন্দ" বলিয়া আমার নাম দেওয়া আছে। সেই দলাধিপতির অনুরোধে সেই গান গুলিতে ভক্ত প্রধান, সাধক, স্বনাম ধন্য ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শব্দ বিন্যাসের অনুকরণের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি তাহার কিছুই পারি নাই। দুই, চারিটী গান "বীররাজা" ও "মোগল-পাঠান" নাটকদ্বয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে।

লাভপুর, ৫ই আষাঢ় ১৩২৬
(জেলা বীরভূম)

বিনীত
লেখক।

পাঁচ ফুল।

(১)

মিলনে হাসেনা বিয়োগে কাঁদেনা সে কেন পিরিতি চায়।
আপন ভুলিয়ে যে ভালবাসে না সে কেন বাসিতে চায়॥
আদর চাহিলে মধুর ভাসে না, সই, সই সে'ত প্রণয় বোঝে না,
বাসয়ে বিজনে অভিমানে মানে যে কভু ধরে না পায়॥
রূপ দেখে যার জাগে ভালবাসা, সে নয় প্রণয় নয়নের নেশা,
রূপের পিপাসা প্রণয়ে কেবল যাতনা বাড়ায় হায়॥

(২)

ভালবাসি বলে আমায় এত কি কাঁদান ভাল।
জানিনা কি অপরাধে কাঁদিয়ে জীবন গেল॥
কইতে যেমন মিঠে কথা, আজি তা লুকা'ল কোথা
দিয়ে শুধু প্রাণে ব্যথা শিখেছ বাসিতে ভাল॥

(৩)

রে'খ এ মিনতি আর যেন বিধি রমণী জনম দিওনা দিওনা।
কাঁদিতে কাঁদিতে পরেরে সাধিতে ধরণীতে যেন আর পাঠায়ো না ॥
জীবন কেটেছে কাঁদিতে কাঁদিতে, দিনেকের তরে পাইনি হাসিতে,
ধিকি, ধিকি জ্বালা সতত এ চিতে, বারি এ আঁখিতে থামেনা থামেনা ॥
জীবন যৌবন নিজ করে তুলি, যতনে চরণে দিয়েছি অঞ্জলি,
হেসে চলে গেছে চরণেতে ঠেলি, এ দুঃখ জীবনে যাবেনা যাবেনা ॥
সব তারে দিয়ে হয়ে কাঙ্গালিনী, স্মৃতি লয়ে কাঁদি দিবস রজনী,
রূপ বিহীনা, আমি অভাগিনী কুরূপার প্রেম জগতে চাহে না ॥

(৪)

রেখ রেখ মনে রেখ ভুলোনা এ অধিনীরে।
যতদিন রব ছাড়ি, ভাসিব হে আঁখিনীরে ॥
অকুল এ পারাবার, তুমি মম কর্ণধার,
ডুবায়ে তরণী যেন ভাসায়োনা, এ দাসীরে ॥

(৫)

এমন হবে সখি ! হৃদয় উচাটন, জানিলে কে তারে স'পিত পরাণ।
এমন প্রণয়ে বিয়োগ-হুতাশন, কে দিল সইরে কঠিন এমন,
নহেত সে জন, প্রেমিক সুজন,
বিরহী চিরদিন চাহেনা মিলন ॥
কি জানি সই কেন হইয়ে পাগলিনী,
সতত কাঁদি কেন আকুলা বিরহিনী,
দিবস রজনী থাকি গো একাকিনী.
কে দিল রমণী-জীবনে যৌবন ॥
কি জানি আসে কিসে এমন প্রেমে আশা,
কে দিল সইরে, হৃদয়ে ভালবাসা,
য়েন গো-সজনি কি অপরাধিনী, হয়েছি কাঙ্গালিনী তারে দিয়ে প্রাণ ॥

(৬)

তোমারই বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
জানিনা পরাণ দেহে রবে কি না ছেড়ে যাবে ॥
দেখিতে দেখিতে তোমায়, ভাবি পাছে হারাই হারাই,
দিবানিশি ভাবি গো তাই বিয়োগ প্রাণে কি সবে ॥

(৭)

এস এস বঁধু হে আমার।
আশা শুধু চোকে দেখা, কেন তবে দূরে থাকা,
ভাল কি লাগে না সখা মিলন তোমার ॥
এস চির-বাঞ্ছিত আমার এ মরমে,
সকল রতন সার, অবলার সরমে—
আমার হৃদয় নিয়ে, আমাতেই মিশাইয়ে,
আমার হইয়ে বসো হৃদয়ে আমার ॥
(এস) প্রণয়ের-সাধ-মাখা দুরাশার জীবনে,
বুক ভরা যাতনায় নিরাশায় মরণে—
সকল সাধের তুমি, সকল সুখেতে তুমি, সকল দুঃখেও তুমি; সতত আমার ॥

(৮)

আমরা প্রেমের ভিখারিণী।*
বিয়োগে, মিলনে, কুটীরে, ভবনে তোমাদের অনুগামিনী ॥
(তোমরা) প্রখর রবির প্রখর কিরণ পারা,
(মোরা) বরিষার মেঘ ঢালিগো অমিয়-ধারা,
(তোমরা) আঁধারে বেড়াও হয়ে দিশেহারা,
(মোরা) আলো ধরে ডাকি এস পথহারা ;—
কত সাধিয়ে, কত কাঁদিয়ে, শেষে ভুলায়ে সবারে পথে আনি ॥
(আমরা) বিনামূলে করি যা কিছু সকলি দান,
(তোমরা) প্রতিদানে শুধু শিখায়েছ অভিমান,
ভালবাসা বাসি, প্রাণে মেশামিশি, দুটো মিষ্টি কথার কাঙ্গালিনী ॥

* "মোগল-পাঠান" নাটকে ব্যবহৃত।

(৯)

ভাল যদি বাস সখা মুখে বলোনা।*
নীরবে জানায়ো প্রেম কথা কয়োনা ॥
নীরব নয়ন-কোণে, নীরব চাহনিটী,
মধুর অধরে সখা নীরব সে হাসিটী,
আঁখিতে নীরব ভাষা, নীরব নবীন আশা,
হৃদয়-দুয়ারে শুধু যাবে গো জানা ॥
নীরবে জানায়ো সখা নীরব প্রাণের ব্যথা,
নীরবে গাহিও সুখে মিলন বিরহ-গাথা,
নীরবে যেন গো হয়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়,
নীরবে রাখিও মনে যেন ভুলোনা ॥

(১০)

আয় আয় ভেসে যাই প্রেম-তরঙ্গে।*
প্রণয়-সাগর-তীরে ভাবি মিছে বসিয়া,
যা হবার হবে আয় যাই সবে ভাসিয়া ;—
হাসিয়া, কাঁদিয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া,
প্রেমের তরণীখানি বাহি নানা রঙ্গে ॥
দূরে ফেলে অবহেলে লাজ ভয় অভিমান,
হৃদয়ে হৃদয়ে তুলি প্রণয়ের মধু-তান ;—
প্রণয়-সুধার-ধারা, পানে হয়ে মাতোয়ারা, আবেশে অবশ হয়ে ভাসি এক সঙ্গে ॥

* "মোগল-পাঠান" নাটকে ব্যবহৃত।

(১১)

অবলা ভুলালে কেন।
কেড়ে নিয়ে মন প্রাণ,
ফিরে নাহি দেখ চাহি কঠিন তুমি এমন ॥
ছলনা শিখেছ সখা, অন্তর গরল মাখা,
ভুলেও দিলেনা দেখা, সুখ চাও সদা আপন ॥
দেবতা করিয়ে রাখি, যদি ভাল বেসে থাকি,
ঝরিবে তোমার আঁখি কাঁদালে আমায় যেমন ॥

(১২)

কত মরমের কথা রেখেছি যাপিয়া,
কহিব তোমারে বলিয়া গো ॥
কত বরষের পরে পেয়েছি আজিকে যেওনা যেওনা চলিয়ে গো ।
কত শারদ সন্ধ্যায়, মধু জোছনায়,
কাঁদিয়াছি সখা কাঙ্গালিনী প্রায়,
কত হা হুতাশ, দীরঘ শ্বাস, রয়েছে হৃদয়ে মিশিয়া গো ॥
কত বসন্ত গিয়াছে করি উপহাস,
কত মলয় পবন নব ফুলবাস,
কত কোকিলের গান, দহিয়া এ প্রাণ, হানিয়াছে শেল, হৃদয়ে গো ॥
কত সব আর সহিতে পারি না,
কত সহে প্রাণে এমন যাতনা,
কত জ্বলিয়াছি আর জ্বালায়োনো যেওনা চরণে ঠেলিয়া গো ॥

(১৩)

এস হে পরাণ বঁধুয়া।
হৃদয় দেবতা তুমি হে আমার পূজিব পরাণ ভরিয়া।
নয়নাসারে চরণ ধুইয়ে, মুছাব যতনে কেশ-পাশ দিয়ে,
প্রেম-পুষ্প ল'য়ে আছি হে দাঁড়ায়ে অন্তর উঠে কাঁদিয়া॥
পূজা নাহি লও দাও দরশন, বারেক দেখিয়া ভরিয়া নয়ন,
হাসিতে হাসিতে ত্যজিব জীবন চরণে-মরণ মাগিয়া॥

(১৪)

ফুল কলি! আজি কেন মলিনা হেন, মলিনা হেন, মলিনা হেন।
যদি না ফুটিলে তবে জনম কেন, জনম কেন, জনম কেন॥
কেহ না জানিল যদি, কলি হয়ে শুকাইলে,
বিনা-গুণ-পরিচয়ে আঁধারেই রয়ে গেলে,
জীবন নহেত সে যে মরণ সমান—
দশদিশি আলো করি উঠ সখি ফুটিয়া,
মৃদু মৃদু সমীরণে সৌরভ ঢালিয়া,
বিনামূলে কর দান, গৌরব অভিমান,
প্রতিদান কভু কিছু চেওনা যেন, চেওনা যেন, চেওনা যেন॥

(১৫)

প্রেম জাগে কি সখি কথায় কথায়,
পিরিতি মিলে কি সখি যথায় তথায়॥
তুমি বল ভালবাসি, আমি বলি ভালবাসি,
সে ত শুধু কানাকানি চোকের নেশায়,
প্রেম বসিয়া আছে মরম যথায় ;—
চাও যদি মিশে যাও, পরে নিজ ক'রে নাও,
সকলি ঘুচায়ে দাও প্রণয়-সেবায়॥

(১৬)

মাঝে মাঝে দেখা ভাল হৃদয়-রতন,
মাঝে মাঝে বড়, ভাল ক্ষণিক মিলন।
মাঝে মাঝে উঠে চাঁদ সুন্দর গগনে,
তাইত সে এত ভাল প্রেমিকের নয়নে ;
মাঝে মাঝে লাগে ভাল, হৃদয়ে বিরহানল,
মাঝে মাঝে দুনয়নে বারি বরিষণ॥
মিলনে কেবল হৃদে মিলন পিপাসা বাড়ে,
হাতে পায়ে বেড়ি দেয়, আবেশে অবশ করে।
ক্ষণিকের সুখ মনে দুঃখের স্মৃতিটী আনে,
দুঃখের বাঁধনে শিখি কে কত আপন॥

(১৭)

কভু যারে ভালবাসি নাই।
সে কেন আমার পিছু পিছু ফিরে কভু যারে আমি চাহি নাই॥
যে যাহারে চায়, সে কভু না পায়,
বিধি বাম হয়ে নাহি দেয়;
যে চাহেনা যারে, সে পায় তাহারে,
প্রেমের হাটে এই বিনিময়;
অযাচিত দান, পেয়েছ যাহারে,
অজানা অচেনা হলেও তাহারে
হইবে বসা'তে হৃদয় মাঝারে,
প্রণয়ে প্রথম রীতি এই॥

(১৮)

ডুবে গেল ওই।
সুন্দর রাঙ্গা রবি পশ্চিম আকাশে,
রক্তিম আভা ঢালি ঢলিল আবেশে,
গগনে তারকা হাসে, কুমুদিনী জলে ভাসে,
কাঁদিয়ে কহিছে "সই প্রাণ বঁধু কই"॥
সন্ধ্যা আসিল পরি আঁধারের ওড়না,
মন্দির দ্বারে বাজে আরতির বাজনা,
রাখাল ফিরিল ঘরে, বিহগ ধাইল নীরে,
তটিনী-কিনারে চলে কুলবালা ওই॥

(১৯)

ছি, ছি, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা,
একপাশে ফুটে আছে ফুল কলি,
কঠিন করেতে তুমি ধরোনা, তুমি ধরোনা, তুমি ধরোনা ॥
বুকে নিতে কর আশ, (তার) যতদিন থাকে বাস,
সৌরভ গেলে তারে অবহেলে ফেলে দিতে প্রাণে বাজেনা,—
ছি, ছি, নিরদয় এমন প্রণয় চাহিনা,
তুমি তুলোনা, তুমি তুলোনা, তুমি তুলোনা ॥

(২০)

কবে গাহিব তেমন গান।
হৃদে ব্রহ্মনাম রবে অবিরাম মায়ার হবে অবসান ॥
দূরে ফেলে দিয়ে এ প্রপঞ্চ-পাশে, ঢেলে দিব প্রাণ বিমল হরষে।
অজানা চৈতন্য হৃদয়েতে এসে শিখাবে গানের জ্ঞান ॥
লুকাইয়ে কবে দুঃখ দৈন্য রাশি
কুটিল কুজনের বিদ্রূপের হাসি,
আমিত্ব যাইবে আমাতেই মিশি, অশ্রু দিয়ে প্রতিদান ॥
যাবে হেথাকার ভালবাসি,
স্বার্থের বিকারে সদা মেশামিশি,
নাশি আঁধারের ঘোর অমানিশি
আলোকে ভাসিবে প্রাণ ॥
লুপ্ত হবে কবে ষড়-রিপু-গান, ইন্দ্রিয়াদি সবে হারাইবে জ্ঞান,
রাগিণীর রাণী কুল-কুণ্ডলিনী ব্রহ্মতালে গাবে গান ॥

(২১)

জানিনা সে গান কেমন সে তান,
পরের প্রাণ যা'তে ভুলান যায়।
নিজ গান শুনে, নিজে যাই ভুলে,
পিঞ্জরের বন্দী বিহগ প্রায়॥
জন্ম দিনে কেঁদে গেয়েছিলাম গান,
ভুলেছিল তাহে জননীর প্রাণ,
বাহু প্রসারিয়ে নিয়েছিলেন কোলে,
এবে গাহি গান পড়ে ধুলায়॥
গাহি কত শত মরমের গান,
মরি অভিমানে, ভুলেও জীবনে,
পরের বেদনা পরে কি লয়॥
জলে স্থলে নভে, বিশ্ব চরাচরে,
সজীবে নির্জীবে যাঁর গান করে,
আছি আশা করে, কবে প্রাণ ভরে,
শেষ গান গেয়ে লুটা'ব পায়॥

(২২)

(আমি) ভুলেছি তোমায় এত দিনে সখা আর তুমি মনে করোনা করোনা,
পাষাণে বেঁধেছি অন্তর মম বিরহে তাই সে কাঁদেনা॥
চিত-সঞ্চিত প্রণয়-পিপাসা, গেছে ভাল বাসা নিভে গেছে আশা,
বিজনেতে একা আঁখি জলে ভাসা সেধেছি আমার সাধের সাধনা॥

(২৩)

পার যদি মম অন্তরে এসে দেখে যাও আমি তোমারি হে।
এ'স যদি মোরে জানাইয়ে যেও এসেছিলে তুমি হৃদয়ে হে ॥
পার যদি খুঁজে দেখো হে সেথায়,
তোমা বিনা আর কারো নাহি ঠাঁই,
হৃদয়-কুঞ্জে আছে শুধু এক আসন শূন্য পড়িয়া হে ॥

(২৪)

কাঙ্গাল বলিয়ে মোরে ঠেল যদি রাঙ্গা পায়,
কাঙ্গালের ঠাকুর তোমায় বলবো না হে বাঁকারায় ॥
দীন বলিয়ে মোরে ভুলিয়ে রহ যদি,
দীনবন্ধু বলে তোমায় ডাক্‌বো না হে যদুপতি,
আমি ত পাপের সিন্ধু, (তুমি) অনন্ত করুণা-সিন্ধু,
তার বিন্দু পেলে হরি আমার সিন্ধু দূরে যায় ॥
অধম নারকী বলে ত্যজহে যদি আমায়,
অধম-তারণ নরক-বারণ, নাম যে তব ডুবে যায়।
অজ্ঞান সন্তান আমি, জগতের পিতা তুমি,
তাই চরণ পাব বলে আছি শুধু ভরসায় ॥

(২৫)

বঁধুয়া তব অঞ্জন যেন রহে সদা মম নয়নে হে।
চরণ তোমার মানা করা পথে চলেনা যেন ভুলেও হে ॥
জীবন তোমার সেবার কারণে,
তোলা থাকে যেন রজনী কি দিনে,
কণ্ঠ তোমার নাম-গুণ-গানে বিরত না রহে কখন হে ॥

(২৬)

শ্যামে যদি মনে করি শ্যামা ভুলে যাই গো।
সে বিনা আর এ অন্তরে নাহি কারো ঠাঁই গো ॥
শ্যামে যে দেখেনা সদা, অন্ধ শুধু সেই গো,
শ্যাম-পরশ-হীন, কি আছে কোথায় গো ॥
কৃষ্ণ পদে লক্ষ হলে মোক্ষ পদ পায় গো,
জন্ম জন্মান্তরে যেন চিত্ত ধায় সে পায় গো ॥
জীবে শ্যামা ভজি শ্যামে নিন্দে অকারণ গো,
শ্যামা সহ শ্যামাকান্ত সেই গোপীকান্তে চায় গো ॥
শ্যাম শ্যামা, শ্যামা শ্যাম যে দেখিতে পায় গো,
(সে) বিশ্বরূপে দেখে হৃদে (দীন) নিত্যানন্দ গায় গো ॥

(২৭)

অঞ্জলি লয়ে কত কাল সখা রব আশা পথ চাহিয়া।
বসি থাকি থাকি উঠি গো চমকি অবশেষে মরি কাঁদিয়া ॥
অশ্রু-সিক্ত প্রেম-কুসুম অঞ্জলি ভরি লইয়া,
হৃদয়-মন্দিরে আসন পাতিয়া রেখেছি দুয়ার খুলিয়া—
যা কিছু আমার আছে হে সকলি তোমার চরণে ডালি দিব বলি,
দিবস রজনী রয়েছি হে সখা মন্দির-দ্বারে বসিয়া ॥

(২৮)

সখি প্রণয় আশায় প্রাণ যারে চায়,
সে কেন আমায় চাহেনা চাহেনা।
আমার মরম কাঁদে যার তরে,
তার প্রাণ কেন কাঁদেনা ॥
কেন নাহি পায় যে যাহারে চায়,
যে যারে চাহেনা কেন তারে পায়,
বুক ভেঙ্গে যায়, দারুণ জ্বালায়
আশা-দীপ কেন নিভেনা নিভেনা ॥

(২৯)

তুমিত পাষাণী আশা মায়াবিনী কানে কানে শুধু কথা কয়ে যাও।
তোমার ছলনা যে জনা বুঝেনা দিবানিশি তারে ডুবাও উঠাও॥
ডুবিয়াছি আমি নিরাশ-সাগরে,
পার না কি মোরে উঠাইতে তীরে,
বিষম তরঙ্গ করে মনোভঙ্গ পার যদি মোরে তুলিয়ে নাও॥

(৩০)

শুনহে যদুনন্দন গোপিনী-মন-মোহন,
কাতর জনে করুণা করি, বিতর কৃপা রাধারমণ॥
সদা করাল কাল ভয়ে অন্তর আকুল,
দীন, দুরিত-পূর্ণ বলে পাব না কি হে কূল ;—
কেন বা তবে ধরেছ নাম অধম-জন-তারণ,
ভজন-হীন দাসে কর চরণ-ছায়া বিতরণ॥
কোটী কোটী প্রণতি তব চরণে শ্রীনিবাস,
সিন্ধু তুমি তাইতে কৃপা-বিন্দু পেতে আশ,
পারি না পারি স্মরিতে সে দিন হে রাধিকারঞ্জন ;
জীবনান্তে নিত্যানন্দে স্থান দিও হে মধুসূদন॥

(৩১)

হে রাধিকা-রঞ্জন, শমন-ভয়-ভঞ্জন,
করম ফাঁদ সাধিল বাদ, জীবন-সাধ সম্পূরণে।
শান্ত ভাবে সাধিতে চিতে সাধ ছিল হে শ্যাম,
ভ্রান্ত পথে ধাইল মন ষড়রিপু যে বাম ;—
বিষয়-রসে-রত রসনা, রটেনা তব নাম,
মোহ-মদিরা-মত্ত সদা বিরত নাম উচ্চারণে ॥
বাসনা হ'ল সখ্য ভাবে জপিতে তব নাম,
ভাবিলাম যে ঘনশ্যাম, নহি শ্রীদাম সুদাম,
সখ্য ভাবে পুজিতে আর সাধ্যকার এ ত্রিভুবনে,
মম মরমে বাজিল হরি গোঠে কাঁধে উঠা স্মরণে ॥
আদি-ভাব-বিহীন মন হীন প্রেমানন্দ,
(তব) শূন্য আদি অন্ত, তবু কেন গোবিন্দ,
ধরেছিলে হে মানময়ী রাধা-পদারবিন্দ,
সে ভাব ধরে নরে কি পারে তোমার মন-রঞ্জনে ॥
মধুর ভাবে পুজিতে চিতে সাধ হল হে নারায়ণ,
মরুময় মম মন, শুষ্ক হৃদি-বৃন্দাবন,
মধুর ভাব নাই হে সেথা দীরঘ শ্বাস, ঘন, ঘন,
দীন, শক্তি-হীন আমি ব্রজের ভাব আনয়নে ॥
জগত-পতি সকলে বলে হে জগত-জীবন,
ত্রিজগতে মম সম, দাস ত আছে অগণন,
দাস হয়ে সদা তব, সেবিব পদ মাধব,
কোটী ক্রটী করিয়ে ক্ষমা নিত্যানন্দে রেখ চরণে ॥

(৩২)

শিখি-পুচ্ছ-সুশোভন, হে নন্দ-নন্দন,
নীল-নলিনী জিনি নয়ন, বদন শশী-নিন্দন,
কণ্ঠমূলে চারু চাঁচর চিকুরাবলী শোভন,
মরি কি কালো ভুবন আলো নবীন ঘন নিন্দন,
বাঁশরী জিনি সুঠাম নাশা তিল-ফুল-গঞ্জন,
সুন্দর-ললাটে শোভে তিলক অগুরু চন্দন ॥
বিম্ব ফল নিন্দি দুটী অধরে বংশী বাদন,
উঠিছে তাহে গোকুল-কুল-ললনা হৃদে কম্পন,
ছুটিছে কেহ, পড়িছে কেহ, কেহ করিছে ক্রন্দন,
কুল, অকুল দুই ভাসা'য়ে ধরেছে কেহ শ্রীচরণ ॥
কণ্ঠ বেড়ি কুসুম মালা শোভে আজানু-লম্বন,
মাগিছে যেন আকুলাবেগে চরণ-যুগ-চুম্বন,
করী-শাবক-শুণ্ড জিনি, যুগল করে কঙ্কন,
তাহে গোপিনী-মন-হরণ বাঁশরী করে ধারণ ॥
প্রসারিত সে বক্ষে ভৃগু-চরণ-যুগ শোভমান,
নীল সরসি বক্ষে যেন স্থল-কমল ভাসমান,
কটিতে পীত ধটী শোভিত রবি কিরণ-গঞ্জন,
পীতবরণ ধারণ শুধু রাধা-বরণ কারণ ॥
মঞ্জীর শোভিত পদে ধীর তাহে নর্ত্তন,
স্থল কমল ভ্রমেতে সেথা ভ্রমর করে গুঞ্জন,
উড়িছে পুনঃ বসিছে পদে করি চরণাবর্ত্তন,
কবে সে পদে ভ্রমর হবে দীন নিত্যানন্দ-মন ॥

(৩৩)

পার করো হে ভবসিন্ধু হে দীনবন্ধু দয়া করে,
যে দিন শ্রান্ত হয়ে বন্ধ হব দুরন্ত কৃতান্ত-করে ॥
ভবের মাঝে একা পান্থ, ক্লান্ত হ'ব দুদিন-পরে,
(সে দিন) শান্ত করো রাধা-কান্ত অভয় পদ দিয়ে শিরে ॥
মরিতে নিদান কালে নন্দলালে জ্ঞানে স্মরে,
দীন অজ্ঞানান্ধ দ্বিজ নিত্যানন্দ আশা করে ॥

(৩৪)

কবে আমি বলা ঘুচবে আমার হে মধুসূদন।
কবে আমি বল্‌তে তুমি ভিন্ন করবো না হে দরশন ॥
আমার পুত্র আমার বাড়ী,
আমার বিষয় টাকা কড়ি আর জমিদারী—
কবে পুষ্পাঞ্জলিরূপে ধরি করবো পদে নিবেদন ॥
সংসারে যা আমার বলি, সুখে সঙ্গে নে যাই চলি, হে বনমালী—
কবে কৃষ্ণায় নমঃ বলি করবো তোমায় নিবেদন ॥
আমার চিন্তা অনুভূতি, ষড়রিপু ভীমাকৃতি, মম প্রকৃতি—
কবে করবো যদুপতি, তোমার তরে বিসর্জ্জন ॥
যা দেখি এ পৃথিবীময় দেখ্‌বো কবে সব তুমি-ময় ওহে রসময়—
নিত্যানন্দের নাই হে সময় বৃথা গেল এ জীবন ॥

(৩৫)

মন কভু না রটে।
দেখলাম তারে নেড়ে ঘেঁটে (সে) বড়ই কঠিন বটে ॥
পরমার্থ ছাড়ি সদা স্বার্থ মানস-পটে,
অর্থ তরে কেঁদে মরে গোঠে, গৃহে, মাঠে ॥
আহার, বাহার, বিহার চিন্তায় দিবারাত্রি কাটে,
নিদ্রা যোগেও টাকা বলে স্বপন দেখে উঠে ॥
নিত্যানন্দ হয়ে ভ্রান্ত কহে কর-পুটে,
(যেন) মরণ কালে হরি বোলে ব্রহ্ম-রন্ধ্র ফাটে ॥

(৩৬)

কেন সুখের দিনে ডাকলি না মন রাধারমণে।
মহাদুঃখে সবাই ডাকে একথা কে না জানে ॥
মজে গর্ব্ব অভিমানে, ভজ নাই সেই জনার্দ্দনে, বসি গোপনে,—
হেসে কাটাইলে সুদিনে কাঁদতে হয়রে কুদিনে ॥
ডাক্‌লে তারে সুখের দিনে, রক্ষা করে দুঃখের দিনে, বিনা আহ্বানে,-
(কিন্তু) ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা বিনে, (সে) কারও নয় ত্রিভুবনে ॥
দীন নিত্যানন্দ ভনে সুখে আছি সুখ বিনে, (তারে) চাইনা জীবনে-
(হরি) চাইনা সুখ যেন দুঃখ বাড়ে হে দিনে দিনে ॥

(৩৭)

বৃথা এলি ভবে বৃথা যেতে হবে কাঁদিলে কি হবে বলরে এখন।
সদা দুঃখ পাবে কেঁদে দিন যাবে প্রাণ মাধবে ভুলেছ যখন॥
হরি-নামামৃত-রসে নিমগন, হলি'নে করিয়ে ভবে আগমন,
কারে এত দিন করিলে চিন্তন, বিনে চিন্তা-মণির রাতুল চরণ॥
অর্থ, স্বার্থ তরে করিয়ে ভ্রমণ, সদা তুষিয়াছ দারা পুত্র ধন,
বল দেখি মন কোন প্রিয়জন, মরণ কালে সঙ্গে করিবে গমন॥
কেবা কার পোষ্য কে কার অন্নদাতা,
কে কার সহোদর কেবা পিতা মাতা,
শুধু সার কথা, চতুর্ব্বর্গ-দাতা, কৃষ্ণ সত্য, সত্য জীবন, মরণ॥
সংসারে করিয়ে যোগী-জন-বাসা,
সাধনা করিতে জন্ম লয়ে আসা,
তাহে বহুবিধ আছে মোহ-নেশা, কর্ম্মনাশা যত আত্মীয় স্বজন॥
নিরখিও মন সবে সম-চক্ষে,
না কহিও কটু স্বপক্ষে বিপক্ষে,
রেখ স্থির সদা হরি পদে লক্ষে, গোপিনী মস্তকে কলসী যেমন॥
পায়ে ধরি মন চলিতে চলিতে, অন্তিম-সম্বল বাঁধো অঞ্চলেতে,
নিত্যানন্দে যে দিন লবে রবিসুতে দেখা'য়ো অঞ্চল খুলিয়ে তখন॥

(৩৮)

নব-ঘন-কিরণ-জিনি সুসুন্দর তনুখানি
বুঝিতে নারি অনুমানি কে দাঁড়ায়ে তরুমূলে।
কাঞ্চন কিরীটো'পরে শিখণ্ডক শোভা করে,
কি জানি কেন কামনা করে বামেতে ঢলিয়ে পড়ে,
কভু মৃদু বায়ু ভরে হেলে দুলে শিরোপরে,
যেন নব জলদে হেরে নাচিছে শিখি তালে তালে॥
বন কুসুমে রচিত মালা দুলিছে কিবা চারু গলে
যেন তারাপুঞ্জ গোলাকারে নীল নভ-মণ্ডলে,
শত চাঁদ আভা জিনি, বক্ষেতে কৌস্তভ-মণি,
স্থিরা সৌদামিনী যেন নীল নীরদ-কোলে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে বেণু করে সদা রাজে,
দিবা শর্ব্বরী সে বাঁশরী রাধা রাধা বলে বাজে ;—
পীতাম্বর অঙ্গবাসে, তাহে মৃদু মৃদু হাসে,
মনে করি গৃহ বাসে ত্যজে যাই সে তরুতলে॥
শিঞ্জিনী-শোভিত পদ লাল রঙ্গে কে রাঙ্গায়েছে
যেন নীল গিরির পাদমূলে রক্ত-সন্ধ্যা কাঁদিছে,
ও পদ হেরি মনে করি, বক্ষে ধরি সেবা করি,
এ সংসার পরিহরি, পড়ে রই সে পদতলে॥
বারেক হেরি রূপ-মাধুরি হইলাম পাগল প্রায়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলাইল গৃহে বাস হ'ল দায়,
কেঁদে নিত্যানন্দ কয়, সে যে বিশ্বরূপ বিশ্বময়,
আপনারে ভুলিতে হয়, সে রূপময়ে পেতে হলে॥

(৩৯)

কাজ কি রে মন গৃহবাসে, ছিন্ন করি মায়া-পাশে,
একা তরুতলে বসে, পীতবাসে ডাকি চল।
কাজ কি রত্ন অলঙ্কারে, কাজ কি রম্য বেশ ধরি,
ভূষণ হীন অঙ্গ তব শ্মশানে যাবে গড়াগড়ি ;—
সাধের অবনী ছাড়ি, যেতে হবে ত্বরা করি,
তাইতে বলি করে ধরি হরি নাম মুখে বল ॥
কর্ত্তা সেজে বিষয়-সুখ-রস-পানেতে সদা রত,
আমার আমার ভাবি সবে হয়েছ মোহে বিজড়িত ;—
আঁখি মুদে শুয়ে যবে, অন্ধকার নিরখিবে,
সে দিনে কে দেখাইবে গভীর আঁধারে আলো ॥
নশ্বর সুখের তরে বিশ্বময়ে আছ ভুলে,
কে তোমায় রাখিবে ধরে দিনমণি-সুত-এলে ;—
দারা পুত্র পরিবার এ সংসারে বল কে কার,
সুখের সময় হয় অংশীদার দুঃখের ভাগী কে কার বল ॥
একা এসেছ জনম লয়ে একা তোমারে যেতে হবে ?
মায়ায় বদ্ধ হয়ে তবে কেন বা দিন কাটাও ভবে ;—
পিতা মাতা পুত্র—ভাই, কেহ তব সঙ্গী নাই,
(এরা) আসা যাওয়ার পথে শুধু পান্থ করে চলাচল ॥

(৪০)

কে বাঁধিবে তারে ধরে, চরণে যে জন ধরা ধরে,
বাম করে যে গিরি ধরে কার সাধ্য তারে ধরে ॥
দারা পুত্র পরিবারে রাখিয়ে যে অতি দূরে,
ব্রহ্মময় রূপে যেবা হৃদয়ে ধরে ধরাধরে ;—
সে বিনা এ চরাচরে, আর কে বাঁধিতে পারে,—
যে পারে সে চিরতরে বেঁধেছে সে বংশীধরে ॥
বদনে হরি, শ্রবণে হরি, হরি বিনা যে নাহি হেরে,
হরি নাম অবিরাম বিরাজে যার অন্তরে ;—
চৈতন্য যার হয়ে ডাকিতে রাধাকান্তেরে,
সে বিনা সে অনন্তেরে আর কে বাঁধিতে পারে ॥
ঐহিক সুখের তরে সদা যেবা কেঁদে মরে,
প্রাণান্তেও লক্ষ্মীকান্তে কভু সে না পেতে পারে ,—
দীন নিত্যানন্দ মন কবে করিবে ভ্রমণ,
সর্ব্বত্যাগী সাধুজন সঙ্গে হরষ অন্তরে ॥

(৪১)

শ্রীরাধা-গোবিন্দ চরণারবিন্দ প্রেমানন্দে কর বন্দনা।
কাজ কি মোক্ষ পদে, অতুল সম্পদে সার কর এই সাধনা ॥
বাসনার ফলে নরজন্ম লও, বাসনার ফলে সুখ দুঃখ পাও,
সাধনার বলে হরি পদতলে ফেলে দাও যত কামনা ॥
কাজ কি তন্ত্রে মন্ত্রে কাজ কি ক্রিয়া কাণ্ডে,
মুখে হরি হরি বল দণ্ডে দণ্ডে ;—
রবেনা শকতি কৃতান্তের দণ্ডে তব অঙ্গে দিতে বেদনা ॥
আনন্দে মাতিয়ে কর অনুক্ষণ, আনন্দময়ের চরণ চিন্তন,
কাতরে কহিছে নিত্যানন্দ দীন, নিরানন্দ তাহে রবে না ॥

(৪২)

তুমি সর্ব্ব ঘটে সদা আছ ওহে সর্ব্বময়,
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তুমি পুন কর লয়॥
তুমি শুদ্ধি, তুমি ভক্তি, তুমি শক্তি, তুমি মুক্তি, হে যদুপতি ;
মতি, রতি, বিশ্ব-প্রীতি, তুমি ওহে বিশ্বময়॥
তুমি হে জীবনী-শক্তি, দয়া মায়া মনোবৃত্তি, হে গোলকপতি ;
জ্ঞান-জ্যোতি-রূপে হৃদে সময়েতে হও উদয়॥
দিনকরে তুমি আভা ধরা পেয়ে তব শোভা, হয় মনলোভা ;—
আলো অন্ধকার কিবা তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময়॥
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পুত্র, তুমি ভ্রাতা, হে জগতপাতা,
তুমি গুরুরূপে মন্ত্রদাতা, শিষ্যরূপে কর্ম্মময়॥

(৪৩)

জয় গোকুল-জন-মন-মোহন গোবর্দ্ধন-ধারী,
জয় গোপিনী-মন-হরণ-কারণ, গোলক-ভূলোক-ধারী,
জয় নীল-নীরদ-নিন্দি-বরণ, নব নটবর শ্যাম নবীন,
জয় নারায়ণ নন্দ-নন্দন, নরক-বারণকারী॥
জয় যজ্ঞেশ্বর, জনার্দ্দন, যদুকুলধন জগমোহন,
জয় যশোদা-জীবন, মধুসূদন, জনম-মরণ-বারী॥
জয় জল স্থল আদি পঞ্চ ভূতাত্মার, সৃষ্টি স্থিতি লয়ে আধেয় আধার,
জয় যদুপতি কেনা শ্রীরাধার রাধা-পদ-ভিখারী॥
জয় জগ-পালক ভুবনালোক, ধেনুপালক গোপবালক,
জয় সাধা রাধা নামে বেনুবাদক যমুনাতট-বিহারী॥
জয় বনমালী বনমালা গলে, ধৃত-গঙ্গা-চারু-চরণ-কমলে,
জয় আদিদেব প্রলয় সলিলে ওঁকার-রূপী মুরারি॥

(৪৪)

যাব না যমুনা জলে যা গো তোরা সখি মিলে,
চরণ মম নাহি চলে প্রাণ কাঁদে সহচরি।
চঞ্চল নয়ন মম, অঞ্চলে যতনে ঢাকি,
নির্জ্জনেতে মুছি সইরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকি ;—
প্রতি কেলি অবসানে মুহুর্মুহু পড়ে মনে,
নীলকান্ত মণি আর সেই নীল যমুনা বারি ॥
হরষ-ভরে কলস লয়ে নিত্য নিত্য যাই জলে,
বিরস মনে ফিরি সইরে প্রাণ রাখি সেই নীপমূলে ;—
ছায়া লয়ে ফিরে আসি, কায়া ত যমুনাবাসী,
জলে যাওয়া নয়গো সখি জ্বালা কেনা মরমেরই।
নব-নীরদ-নিন্দি তনু, নবীন নটবর বেশী,
নব ভঙ্গে দাঁড়ায়ে থাকে বিম্বাধরে মৃদু হাসি ;—
হেরিয়ে সে রূপরাশি অপরূপ কাল-শশী,
মনে হয় না ফিরে আসি উদাসিনী হয়ে ফিরি ॥
লক্ষ করি মুরলী-ধারী-চারু-বদন-মণ্ডলে,
অলক্ষে মম কক্ষ খসি কলসী পড়ে ভূমিতলে ;—
কুল, শীল, গঞ্জনা, জ্বালা, ভুলায় সে চিকণ কালা,
আবেশে অবশ হয়ে নয়ন জলে কুম্ভ ভরি ॥
দমন বড় কঠিন সখি শ্যাম-রূপ-দরশ-আশা,
ততোধিক কঠিন সইরে, শূন্য মনে ফিরে আসা ;—
ফিরিতে যখন হ'ল, সে যাওয়া না যাওয়া ভাল,
নিত্যানন্দ আকুল শুধু যাওয়া আশা করি ॥

(৪৫)

ললিত অধরে মধুর মুরলী আর যেন হে শ্যাম বাজেনা বাজেনা,
যদি হে মুরলী বাজে তবে যেন রাধা রাধা বলে ডাকেনা।
বাঁশরী শুনিয়ে গঞ্জে গুরুজনা,
(আমি) নয়নের বারি রাখিতে পারি না,
(বাঁশী) শুনে কাঁদি তবু পিপাসা মিটেনা, অন্তরের জ্বালা নিভেনা নিভেনা
বঁধুয়া আমার সতত ভাবনা,
মরিলে তোমারে দেখিতে পাব না,
(তাই) গঞ্জনার মাঝে তুমিই সান্ত্বনা জীবন্তে সহি হে মরণ-যাতনা ॥

(৪৬)

মানময়ী রাধে মিনতি চরণে, অপরাধ মম নিওনা নিওনা,
(আমার) জীবনে মরণে বাঞ্ছিত তুমি, জপ, তপ, ধ্যান, সাধনা ॥
রাধে তুমি মম সব-চিত-চোর,
তব নামে আমি সতত বিভোর,
এই মোহন-বাঁশী, দিবানিশি মোর রাধা রাধা বিনা বলেনা ॥
শত অপরাধে অপরাধী আমি,
ক্ষমা কর রাধে প্রেমময়ী তুমি,
যে দণ্ড দিবে হেসে লব আমি, চরণ-ছাড়া যেন করোনা করোনা ॥

(৪৭)

যতই ডাকি ততই তুমি পালিয়ে যাওগো অন্তরে,
তবুও আমি লুকিয়ে রাখি আমার হিয়ার অন্তরে,
সকল প্রাণে আঁধার ঢেলে, যখন তুমি যাওগো চলে,
ততই প্রাণে দ্বিগুণ টানে দেখার আবেগ সঞ্চারে ;—
শূন্য-হৃদয় ভরে উঠে তোমার গানের ঝঙ্কারে ॥

(৪৮)

তোমাতে পরাণ কেন যে মজেনা তা'কি তুমি কিছু জাননা,
জান যদি মম সকল কামনা তব পাশে কেন টান না ॥
তুমি সকল বেত্তা সদা নির্ব্বিকার,
সকল জ্ঞান, গুণের আধার,
আমার পাগল আকুল প্রাণের বেদনা কি তুমি বোঝনা ;—
সকলি জান হে অন্তর-যামী, চরণে শরণ মাগিতেছি আমি,
পড়েছি বিপথে আনহে সুপথে সকলি আমার অজানা ॥

(৪৯)

ধূলায় কেন এত আদর ও ধুলা কি যাবার সময় মিল্‌বে ;
তুমিই শুধু যাবে চলে ধুলায় ধুলা মিশবে ॥
দেহ ধুলা, বসন ধুলা (যারা) আপন বলে তারাও ধুলা,
তাদের দেখে হলি ভোলা,
কোন দিন ধুলা খেলা ভাঙ্গবে ;—
সে দিন সকল ছেড়ে অনাদরে ধুলায় পড়ে থাক্‌বে ॥
যতই কর আনাগোনা সময় কি তোর শুনবে মানা,
টাকা টাকা ভেবে ভাবনা বৃথায় যে দিন কাট্‌বে,
শেষে মরে রূপো হবি,
টাকশালেতে পড়ে রবি,
মিস্ত্রি এসে পুড়িয়ে শেষে পিটীয়ে সোজা কর্‌বে ॥

(৫০)

এই চির ব্যাকুলিত-মরমে আসনপাতি বসেছিল সে।*
দশ-গঞ্জনা-লাঞ্ছিত সরমে মম অঞ্জলি ধরেছিল সে॥
অনন্ত বাসনা ভকতি সাধনা, আপনার গুণে কেড়ে নিয়েছিল সে ;—
কলঙ্ক-বিজড়িত-যাতনার মাঝারে সান্ত্বনা চেয়েছিল সে ॥
দেবতার মত এসে দেবতার মত হেসে দেবতার মত কৃপা করেছিল সে,
পলক-বিহীন নয়নে বসে আছি আমার সে দেবতা কোথা সখি সে ॥

* "বীর-রাজা" নাটকে ব্যবহৃত।

(৫১)

কই সে মাধব কই সই।
কুঞ্জে একাকিনী জ্বালা কেমনে সই ॥
কই সে বংশীধর, কই সে গিরিধর,
কাঁদিছে বিরহ-ব্যাকুল অন্তর ;
জীবন রাখা ভার, কই জীবনাধার,
অভাগী শ্রীরাধার সে বিনা কেহ নাই ॥
কই সে পীতাম্বর, জগত-রঞ্জন,
সচ্চিদানন্দময়, শ্রীনন্দ নন্দন,
হ'ল না সইরে চরণ-বন্দন,
তুলসী চন্দন শুকাল সখি ওই ॥

(৫২)

আমার শূন্য হৃদয় ভরি দাও হরি পূর্ণানন্দ দানে,
মর-জগতের সকলি ডুবাও তোমারই নামের গানে।
নাশিয়ে কামনা, সকল পিপাসা, স্নেহ, দয়া, মায়া, সব ভালবাসা;
তোমার শীতল চরণের আশা জাগাও আমার প্রাণে ॥
অস্তিত্ব আমার তোমাতে মিলায়ে, স্রোতে তৃণসম চল মোরে লয়ে;
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পুণ্য ডুবায়ে ভাসাও প্রেমের তুফানে ॥

(৫৩)

কে তুমি লুকালে গো দেখা দিয়ে ।
মরমের কথা হৃদয়ের ব্যথা, দয়া করে না শুনিয়ে
চিনিলাম না নারী কিম্বা পুরুষ বেশী,
দেখিলাম না করে অসি কিম্বা বাঁশী,
মুণ্ড-মালা কিম্বা বনমালা গলে,
দৃষ্টিকালে গেল পলক পড়িয়ে ॥
শ্যাম, গৌর বা শ্বেতবর্ণ তুমি,
কিম্বা রূপ-হীনা শুধু জ্যোতির্ম্ময়ী ;—
আর একবার এসো গো হৃদয়ে,
লুকায়ে থেকোনা পাগল করিয়ে ॥

(৫৪)

মন তুই ভূতের বোঝা তোর বোঝা কে বইবে ?
(যদি) আমার বশে না চলিস্ তো তোর জ্বালা কে সইবে ?
আমি বলি ভাবতে যেটা,
তুইত করিস্ ঠিক তার উল্টা,
(শেষে) ঝড় ঝাপটায় ধাক্কা খেয়ে তোর দায়ে কে মরবে ॥
হৃদয়-দ্বারে খিলটী দিয়ে,
পরের কথায় কাণ না দিয়ে,
গান গেয়ে দেখ্, তাপিত প্রাণে সুখের বাতাস ছুট্‌বে ॥

(৫৫)

কবে কামনা-সাগর শুকায়ে সেথায় উঠিবে প্রেম অমৃত।
কবে বাঁধন খুলিয়া আপনি যাইবে হইব জীবন-মুক্ত॥
কবে জীবন তরুর স্তবকে, স্তবকে,
জ্ঞান-কুসুম শোভিবে আলোকে,—
উঠিবে হৃদয়ে প্রেমের তুফান,
ভেসে যাবে দম্ভ মান অভিমান,
(হবে) জাতি ধরম, মদ-গর্ব্ব সহ অজ্ঞান তিমির লুপ্ত॥

(৫৬)

কুলিশ সম কঠিন তব হৃদয় যদুনন্দন,
(নইলে) রাধা কেন মরণ মাগে করি চরণ-বন্দন।
জীবন মন তুচ্ছ করি, দিয়ে তুলসী চন্দন,
পূজিয়ে কবে কার বা ভবে হয়েছে দুঃখ মোচন।
যত কাতরে কহিছে সবে রাখ রাখ জনার্দ্দন,
তত হতেছে দিবস নিশি দুঃখ সাগরে নিমগন।
বিষম দুঃখে ডুবায়ে, করি ভক্তি-পরিশোধন,
অন্তে আসি স্বকরে কর মুক্ত ভব বন্ধন॥

(৫৭)

সেদিন কবে আস্‌বে।

(যেদিন) বিশ্ব-পিতার বিরাট প্রেমে পরাণ আমার ভাস্‌বে॥

আমার চোখে জড়, চেতনে প্রেমের মূর্ত্তি হাস্‌বে,

ছয় রিপুরে পরাণ আমার চোক রাঙ্গিয়ে শাস্‌বে।

আমি সেজে কর্ত্তার ভাব অবহেলে ঘুচবে,

সকল সময় সবার কাছে মাথা নুইয়ে পড়বে॥

বিশ্ব প্রেমের বিমল জ্যোতি প্রাণের মাঝে ফুট্‌বে,

আপনার পর, পরকে আপন, ভাবতে হৃদয় শিখ্‌বে ;—

সেইদিন আমার সকল সফল সেদিন কবে আস্‌বে॥

(৫৮)

আমি কি তোমার পর হয়ে রব চিরদিন।

পথেরি কাঙ্গাল করিয়ে আমারে রাখিবে গো আর কতদিন॥

ধরিবারে যাই আপনার বলে,

পর ভেবে তুমি দূরে যাও চলে,

আশা পথ পানে চেয়ে থাকি আর নিরজনে কাঁদি নিশিদিন।

তবু মনে করি তুমি আপনার,

জীবন মরণ সকলি তোমার,

রাখিলেই থাকি মারিলেই মরি, তোমাতে আমার পরাণ লীন॥

(৫৯)

নন্দন-জাত পারিজাতে যদি বন্দি তোমার চরণ,
তবু মনে হয় মনের মতন হ'ল না গো বুঝি পূজন।
বক্ষ চিরিয়া শোণিত টানিয়া তাহারে করিয়া চন্দন,
মুক্ত হৃদয়ে প্রেম-কুসুমে যতনে করিয়া লেপন ;—
মিশায়ে তাহাতে নয়নের বারি,
মনে মনে বলি আমিহে তোমারি,
সেই অঞ্জলি চরণে তোমার করি যদি আমি অর্পণ,
তবু মনে হয় মনের মতন হ'ল না গো বুঝি পূজন।
ইহ পরকালে যা কিছু আমার,
সব দিয়ে ডালি চরণে তোমার,
তোমার সঙ্গে মিশিব যে দিন না নিয়ে নূতন বন্ধন,
সেই দিনে হবে সব পূজা শেষ আমার মনের মতন ॥

(৬০)

তরী বুঝি ডুবে যায়,
ধরহে সখা ধরহে আমায়।
প্রবল তুফান ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
ডুবি আমি মাঝ দরিয়ায় ॥
কোথা কর্ণধার চারিদিকে চাই,
কত ডাকি তবু দেখা নাহি পাই,
তুমি যদি প্রাণে না রাখহে,
আমি ডুবিলাম ভবে নিরুপায় ॥

(৬১)

নিশি যেওনা যেওনা চলিয়ে।
তুমি গেলে সারা জীবনের সাধ নিমেষে যাইবে ডুবিয়ে
পায়ে ধরি আজি ক্ষণেক দাঁড়াও,
আমার দেবতার পূজা দেখে যাও,
দয়া করে শুধু দেখিবারে দাও মূরতি নয়ন ভরিয়ে ॥
পূজা করি শেষ যাব তব সনে,
অঞ্জলি দিয়ে তাহারই চরণে,
আমার সকল মরমের কথা পরাণ খুলিয়ে গাহিয়ে ॥

(৬২)

সকল রূপের নেশা কাটায়ে তোমার রূপে কবে মজিব।
সব ভালবাসা দিয়ে জলাঞ্জলি তোমায় শুধু ভালবাসিব ॥
যত স্বার্থ-চিন্তা উদিবে এ মনে,
বলি দিব কবে তোমার চরণে,
তোমারই নাম স্মরণে, শ্রবণে, আকুল হয়ে কবে কাঁদিব ॥
সকল আপনার পর করে দিয়ে,
সুখে থাক্‌বো কবে তোমারে লইয়ে,
তুমি ধ্যান, জ্ঞান, তুমি আরাধন, তোমার সনে কবে মিশিব ॥

(৬৩)

কাঁদ কাঁদ রে পরাণ।
কাঁদিলে পাইবে যাহারে চাহিবে,
আর কাঁদা হবে অবসান॥
কাঁদিলে বুকের বোঝা নেমে যাবে,
পরম-পিতার নামে রুচি হবে,
সকল কান্না শুকায়ে হৃদয়ে,
প্রেমের নদীতে ব'বে উজান॥

(৬৪)

মরমের ব্যথা শুনায়ে তাহারে ক্লান্ত হয়েছি শুনাবো না।
প্রণয়ের কথা কহিয়ে তাহারে দগ্ধ হয়েছি কহিব না॥
চরণের রেণু হ'তে ছিল সাধ;
সে সাধে সেইত সেধেছে গো বাদ;
মান অভিমান করেছে দলিত, আর তা'রে কিছু জানাবো না;-
তবুও ত আমি তাহারই গো তারে ভুলিলে পরাণে বাঁচিব না॥

(৬৫)

দুঃখ দিলে যদি সুখে থাক তবে দুঃখের পাথারে ভাসা'য়ো।
সুখে যদি মম সুখী হও তবে সুখের সাগরে ডুবায়ো ॥
তুমি সুখ তব বিরহই দুঃখ,
জানিনা গো আমি আর সুখ দুঃখ,
যে ভাবে যেখানে থাকি আমি, যেন চরণের পাশে টানিও ॥
সকল সুখের আধার যে তুমি,
সকল দুঃখের অবসান তুমি,
সব দিয়ে আমি কাঙ্গাল হয়েছি দয়া করে মনে রাখিও ॥

(৬৬)

তুমি সকলের চেয়ে সুন্দর মম মুগ্ধ, পাগল নয়নে গো।
কুহুলের চেয়ে পাই আনন্দ তব মধু-নাম শ্রবণে গো ॥
তোমারে ভাবিলে যত সুখ পাই,
জগতে তাহার তুলনা যে নাই,
ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরেনা সে সুখ আঁখি বেয়ে পড়ে উছলি গো ॥
এত ভালবাসি তবুত পাইনা,
বুঝি আমি ভালবাসিতে পারিনা,
জীবনে না পাই মরণের পরে বারেকের তরে দেখিব গো ॥

(৬৭)

এমন সাধের পরাণ বঁধুয়া
যে জনা বলিবে কাল।
দিব অভিশাপ, কাল দেখে তার
দিন যাবে চির-কাল ॥
আমার যুগল, নয়ন লইয়ে
যে দেখিবে সেই কালো।
বুঝিবে তখনি, সেই কালো তার
হৃদয় করেছে আলো ॥
কালরূপ যার, নয়নে না লাগে
সে জন হউক অন্ধ।
কালরূপে কবে, বিভোর হইবে
দীন হীন নিত্যানন্দ ॥

(৬৮)

তোমার করুণা পেয়ে কভু কারও মন সুখে দিন যায় না।
দারিদ্র-বেদনা, অন্নাভাব যাতনা, জীবনেও তারে ছাড়ে না ॥
এক পুত্রে দেখি মৃত্যু শয্যা'পরে,
তোমায় যায় ভুলে পুত্র-শোক-ভারে,
এমনি পাষাণ তুমি সেই দোষে তারে, সাজা দিতে প্রাণ কাঁদে না ॥
এত অভিমানী হয় যদি পিতা,
অপরাধী পুত্র যায় তবে কোথা,
জনমের তরে রইল প্রাণে ব্যথা, ধুলা ঝেড়ে কোলে নিলে না ॥

(৬৯)

বেলা বয়ে যায়, বাঁশরী বাজায়;
পরাণ হইল পাগল।
বঁধুয়া বদন, মরমে উদিল,
ভাসিল নয়ন যুগল॥
মনে হ'ল নীল, যমুনা সলিল;
মাধবী-লতার কুঞ্জ।
নীপ তরুমূল, অলি সমাকুল;
বিকচ কুসুম পুঞ্জ॥
ধৈরজ লাজ, পলাইল আজ,
হৃদয় ছাড়িয়া দূরে।
নিত্যানন্দ কয়, এমনি ত হয়;
টানে যারে বাঁশীর সুরে॥

(৭০)

তুমি যা দিয়েছ তাই কেড়ে নাও আমি কেন মরি কেঁদে হে।
আপন ইচ্ছায় নিজ হাতে পায়ে দুঃখের বাঁধন বেঁধে হে॥
সকলি তোমার, তুমি সবাকার,
সবই একাকার তুমি মূলাধার,
এ ভাব আমার কেন একবার ভুলেও জাগে না প্রাণে হে॥
কি চাহে পরাণ সতত আমারি,
অবিদিত নহ অকূল-কাণ্ডারী,
জান যদি তবে চরণে পতিত, অধীনে বঞ্চনা কেন হে॥

(৭১)

আঁধারেই রেখ চিরদিন আমি চাইনা আসিতে আলোকে হে।
আঁধারের সাথী মনটী আমার আলোকে আসিলে হারাব হে॥
বাহিরে হইয়ে চকচকে আমি চাই না আলোকে ভাসিতে হে,
(তাতে) যেমন আঁধার তেমনি আমার ভিতর জুড়িয়া রহিবে হে॥
মিঠে সাধু ভাষা, শুভ্র পোষাকে,
অবহেলে আসা হয় না আলোকে,
তার চেয়ে ভাল চিরদিন থাকা বিজনে গভীর আঁধারে হে ;—
মনের আঁধার দূরে গেলে আলো, ভিতরে বাহিরে ফুটীবে হে॥

(৭২)

আমি কি তোর ছেলে নই মা, ডাকলে কেন দিস্‌নে সাড়া।
(বুঝি) ডাকার মত হয় না ডাকা তাইতে আমি চরণ ছাড়া॥
মার-পদে যে ভক্তি করে, সে'ত তরে নিজের জোরে,
(কিন্তু) ভক্তি-হীনে নেয়না কোলে এমন মা যে জগত ছাড়া।
বুক ভরা মুখ ভরা কথা,
মা নামে যায় সকল ব্যথা,
সেই জেনেছে যে হয়েছে মা, মা, বলে কেঁদে সারা॥

(৭৩)

দেখিবার আশা মেটেনি এখন (ওগো) চঞ্চল চলে যেও না।
মরমের কথা বলিনি এখন তাও কি বলিতে পাব না॥
তুমি কি বুঝিবে বিরহে কি দুঃখ,
কি বুঝিবে তুমি মিলনে কি সুখ,
দিনেকের তরে ভুলেও আমার সুখ-দুঃখ-ভাগী হলে না॥
তবুও না ভেবে রহিতে পারি না,
তবুও না দেখে পরাণ বাঁচে না,
(আমার) এত ব্যাকুলতা, এত ভালবাসা বুক পেতে তুমি নিলে না॥

(৭৪)

তুমি চিরবাঞ্ছিত চিতে সঞ্চিত তোমারে দরশ-কামনা।
জানিনা তোমার দরশনে যাবে কত জনমের সাধনা॥
কত ভক্তি কত অনুরাগ মাখা,
হইলে পরাণ পাবে তব দেখা,
পায়ে ধরি মোরে বলে দাও ওগো সারা-জীবনের-কামনা॥
গভীর আঁধার পথ নাহি পাই,
তোমারে ধরিতে দুবাহু বাড়াই,
যাহা কিছু পাই সকলি আঁধার আশা কেন তবু ছাড়ে না॥

(৭৫)

হৃদি মন্দির দুয়ার খুলিলে, কে তুমি হে আমি চিনি না।
শতধা-জীর্ণ মন্দিরে মোর অতিথি কখন আসে না॥
সাধ হয় যদি বসো এ আসনে,
অশ্রুর অঞ্জলি দিব হে যতনে,
কিছু নাহি আর দিতে উপহার হে অতিথি তব চরণে :—
যদি নেবে নাও, নয় চলে যাও, (মম) নিরাশার ব্রত ভেঙ্গো না॥

(৭৬)

তুমি নয়নের আলো।
তবু কেন আমি রয়েছি পড়িয়া আঁধারেই চিরকাল॥
তুমি আছ তাই গভীর আঁধারে,
কোনরূপে পারি শুধু চলিবারে,
ধরিবার নাই শকতি আমার হুতাশে পরাণ গেল॥
যে দিকে তাকাই হেরি অন্ধকার,
খুঁজে পাই না কোথা কে আছে আমার,
কোথা আছ এসে সম্মুখে আমার উজ্জ্বল দীপ জ্বালো॥



(৭৭)

যত দান তুমি করেছ আমারে দুঃখই তার সার হে।
নাহি দিতে যদি দুঃখ এতদিন সুখে থাকা হ'ত ভার হে॥
সুখে যেই যাব ভুলিয়ে,
অমনি দুঃখে দিও ডুবায়ে,
(তখন) সুখ, দুঃখ সব দূরে ফেলে দিয়ে করিব চরণ সার হে।
সুখে বিস্মৃতি দুঃখে হয় স্মরণ,
দুঃখে যদি করি চরণ ধারণ,
সুখেতে হইব পার হে॥

(৭৮)

শিব শবাকারে চরণে পতিত দেখে কি লাজ লাগে না।
চরণের ভরে কাঁপিছে মেদিনী তা দেখে কি দয়া হয় না॥
দিগম্বর ভোলা শশধর,
শয়ন করেছ ধরণী-উপর,
রক্ষ বলে, পায়ে পড়েছে যে তার বুকে পদাঘাত করো না॥
কটাক্ষে প্রলয় গণে জগতবাসী,
কেন গো জননী হয়ে এলোকেশী,
নিজ করে নিলে সংহারিনী অসি জননীর এ যে সাজে না॥

(৭৯)

কে বলে শ্যামা তোমায় করুণাময়ী জননী গো।
স্বকরে অসি ধরে কোন মাতা পারে নিজ সুতে বধিতে গো॥
জবা বিল্বদল মাখায়ে চন্দনে,
নিতি নিতি দেয় যে তব চরণে,
ডুবাও উঠাও তারে শোকের তুফানে,
দুঃখের অবধি রাখ না গো॥

(৮০)

মনের মতন খাওয়া পরা, অমনি যদি মিল্‌তো;
গয়নার জন্তে ঘরের গিন্নি বায়না, না ধরতো।
বল্‌লে কারেও কাজের কথা,
অমনি নীচু করে মাথা,
সবার আগে আমার বরাত হাসি মুখে করতো।
পারিশ্রমিক জীবনে সে কখন(ও) না চাইত॥
তবেই ধরা সুখের হ'তো,
যা আছে ঘোর দুঃখের এতো;
ইচ্ছামত যদি সবার বয়স বাড়তো, কমতো;
বিধির ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে (সব) বুক ফুলিয়ে চল্‌তো

(৮১)

তুমি যদি বাঁচাও বাঁচি নইলে মলাম প্রাণে গো।
জনমের শোধ দেখার আশা রয়ে গেল মনে গো ॥
ভালবাস কত পরে,
দয়া কর কত ভিখারীরে,
আমায় কেন নিদয় হেন দরশন দানে গো ॥
পরে দেখে পরের মত,
আমি দেখ্‌বো দেবতার মত,
পরের আশা কত শত আমার আশা দেখা গো ॥

(৮২)

হৃদি-মন্দির-বাসিনী।
নয়ন-মানস-রঞ্জিনী মম সকল হৃদয় অধিকারিণী ॥
সকল তীর্থ-ফল-দায়িনী,
সব সাধনার কেন্দ্র রূপিণী,
সকল-কামনা-বিজয়িনী মম পূর্ণানন্দ-দায়িনী ॥
পীড়িত মরমে শান্তি-দায়িনী,
বিষম বিপদে আশাময়ী বাণী,
সকল শক্তি স্বরূপিনী মম চরমে বিরাম-দায়িনী ॥

(৮৩)

ওহে বিরহ-বিধুর বিরহেই থাক মিলনের আশা করো না।
অনুরাগ ছাড়া ভালবাসা হলে বাঞ্ছিত কভু মিলে না ॥
নয়নের জলে দীরঘ শ্বাসে,
কবে কে পেয়েছে যারে ভালবাসে,
যে প্রেমে না হয় প্রাণ বিনিময় সেখানে মিলন যায় না ॥

(৮৪)

স্বপনে দেখা দিয়ে মরমে দিয়ে দাগা,
বিষাদ ঢেলে প্রাণে চলিয়ে গেছে গো ॥
স্বপনে কয়ে কথা,
আমার কাণে কাণে,
নিমেষে মিলাইল কে জানে কিসে গো ॥
পুরাণ কত স্মৃতি জাগায়ে মৃত প্রাণে,
কাঁদিল কাঁদাইল ধরিয়ে চরণে,
সুপ্তি ভেঙ্গে গেল, মরম ছিঁড়ে গেল,
কেমনে পাব সেই স্বপন ফিরে গো ॥

(৮৫)

কাঙ্গাল করিয়ে গিয়েছে সে,
আমার সকলি করিয়ে চুরি।
রেখে গেছে শুধু আকুল নয়নে
কেবল তপ্ত বারি ॥
যা দিয়েছি কভু যদি পাই ফিরে,
রাখিব যতনে আমারই অন্তরে,
সুখ বিনিময়ে দুঃখ কিনে আর
হ'ব না পথের ভিখারী ॥

(৮৬)

তুমি স্বর্গ আমার; পুণ্য আমার, ধর্ম্ম আমার জীবনে গো।
শান্তি আমার, তৃপ্তি আমার, দীপ্তি আমার নয়নে গো ॥
ভজন আমার, পূজন আমার, সিদ্ধি আমার সাধনে গো,
চিত্ত-শুদ্ধি হৃদয়ে আমার, মুক্তি আমার বাঁধনে গো,
জাগিলে আমার, ঘুমালে আমার, তরণী আমার তুফানে গো;
জীবনে আমার, মরণে আমার, হৃদয় তোমার চরণে গো ॥

(৮৭)

টাকা রে, আর ভালবাসিব কত তোমারে,
আমার ইষ্টমন্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র, পড়ে থাকে কোথা রে ॥
ভাই, বন্ধু, সমাজ ঘর,
পিতা, মাতা, সকলি পর
করতে পারি একদণ্ডে, ভুলতে নারি তোমারে ॥
খুন, ডাকাতি, কিম্বা চুরি,
তোমার তরে সবই পারি,
জাহান্নমেও যেতে পারি এত ভালবাসি রে ॥
মূর্ত্তি ভাল, ভাষা ভাল,
না পেলেও শুধু দেখা ভাল,
দেবতার বর চেয়েও ভাল তোমার পাবার আশা রে ॥
তোমায় পেলে সবই থাকে,
সব দোষ যায় ডুবে জাঁকে,
আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জীবন, মরণ, সবার বড় তুমি রে ॥

(৮৮)

দেখো যেন হয় না কভু তোমায় আমায় ঝগড়া,
ভুলোনা'ক নিতে আমার সুখের, দুঃখের বখরা।
সাদা প্রাণে সাদা কথা,
ক'য়ে ব'লো প্রাণের ব্যথা,
মিছে যেন মান করোনা, ধরে কথার ফ্যাকরা।
একটী কথা দোষ নিও না,
দেখ যেন রাগ করো না,
যদি না ডাকতে পারি মাসে মাসে স্যাকরা।

(৮৯)

ওর দর উঠবে অনেক ও যে পাশ করেছে বি, এ,
পাকা বাড়ী, কিছু জমিদারী, এই পণ নিয়ে দিব বিয়ে।
তার উপর কিছু গয়না,
নইলে ত বিয়ে হয় না,
কনে কাল' হ'লে ছাড়বো আরও পাঁচটী হাজার নিয়ে ;-
যায় যদি তার ভিটে মাটী,
আমি তাতে আর করবো কি,
দায় যে তাহার, ছেলে যে আমার পাশ করেছে বি, এ।

(৯০)

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপায় করে অর্থ।
গয়না, গাউন, সেমিজ, কিনে,
দিয়ে তার শ্রীচরণে, কিনি পরমার্থ ॥
হাত ঘড়ি আর চশমা কামিজ নইলে জীবন ব্যর্থ,
খাওয়ার ভাগ্যে যা হ'ক, বাহার না থাকলে তবে কিসের তরে অর্থ ॥
কড়ায় গণ্ডায় বজায় করে ষোল আনা স্বার্থ,
পরের জন্তে হ'ব শুধু মুখে একটু ব্যস্ত,
তাতেই হবে নামটা জাহির লোকে বলবে ভদ্র,
রূঢ় কথা বল্‌লেও হবে ভাল রকম অর্থ ॥

(৯১)

(হরি হে) তোমার দেওয়া দিন চলে যায়,
কিছু হ'ল না, হবে না তোমায় সাধনা, বসে বসে গণি, দিন যায় ॥
এক নিশ্বাসের ভর সয়না যাতে,
নিমেষে পারে যে মৃত্তিকায় শুইতে,
এমন দেহ ধরে, গর্ব্ব অহঙ্কারে মাটীতে হাঁটীতে বাজিছে পায় ॥
শুচি বিদ্ধ হলেও যেতে পারে প্রাণ,
বুঝি না সে দেহের কিসের অভিমান,
সুধা পাত্র ফেলে মন অবহেলে বিষের তুফানে ভাসিতে ধায় ॥

(৯২)

আর পাড়া গোল ক'রে কাজ নাই আমি না বুঝে ছুটো ব'কেছি।
দোষ নিওনা ক্ষমা কর আমি নিজে নিজে কাণ মলেছি ॥
সারা জীবনের উপার্জ্জন,
রাঙ্গা পদে করি সমর্পণ,
(ওই) কোমল করের কিল চড় কত নীরবে হজম করেছি ॥
এতেও কি মান যায় না তোমার,
মনের দুঃখ বুঝেও আমার,
মানুষ হয়ে পোষা বিড়ালের মত পদ-তলে পড়ে রয়েছি ॥

(৯৩)

তুমি এলে কেন এত অবেলায়।
জীবন-তরণী দিয়েছি ভাসায়ে ধীরে ধীরে ঐ বয়ে যায় ॥
ওকূলে উঠিব করিয়াছি আশ,
কেন দিতে চাও বাঁধনের ফাঁস,
তুমি কাঁদিয়ে ব্যাকুল চাহনি চেওনা, দেখে মম বুক ফেটে যায় ॥
এত শেষে কেন দেখা দিতে এলে,
কে চাহে মরণ, তোমারে দেখিলে,
(আজি) নিমেষের ক্ষীণ, পরমায়ু দান কে করিবে অবলায় ॥

সম্পূর্ণ।